দৈনিক
ইত্তেফাক
ঢাকা: রবিবার ২৮ ফাল্গুন ১৪১৮
১১ মার্চ ২০১২

দেশি ছোট মাছের চাষ

২১/০৩/২০১২

• দলিল উদ্দিন আহমদ •

ইংরেজিতে ছোট মাছকে Small Indigenous species বলা হয়। এ মাছ পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় সাধারণত ৫.২৫ সে.মি. আকারের হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে মলা, পুঁটি, চেলা, চান্দা, মেনি, বাইম, খলিশা, টেংরা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ এ দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ সব ছোট মাছে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। পুষ্টিমানের দিক থেকে খাদ্য হিসেবেও এ মাছের অবদান উল্লেখযোগ্য।

পুকুর জলাশয় সম্পূর্ণ সেচে সব মাছ ধরা, ক্রমান্বয়ে আবাসভূমি সঙ্কুচিত হয়ে আসা, পরিবেশ পরিবর্তন ইত্যাদিসহ মনুষ্য সৃষ্ট নানা কারণে এ সব মাছের অনেক প্রজাতি অধুনা বিলুপ্তির পথে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনেও ছোট মাছের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে দেশি ছোট মাছের চাষ সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

ছোট মাছ চাষের সুবিধা:

১. প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশে এ মাছ বংশ বিস্তার করে। প্রতিবছর পুকুরে পোনা ছাড়তে হয় না। ২. সব ধরনের জলাশয়ে স্বল্প সময়ে এ মাছ চাষ করা সম্ভব। ৩. ছোট মাছে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ ও দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান এমাইনো এসিড। ৪. মলা, পুঁটি মাছে আছে অধিক পরিমাণে ভিটামিন 'এ', যা রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। ৫. গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধপ্রদানকারী মায়েদের রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে ছোট মাছের ভূমিকা অনন্য। ৬. এ মাছে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ও আয়োডিন।

ছোট মাছ সংরক্ষণ:

১. ছোট মাছকে অবাঞ্ছিত মাছ হিসেবে বিবেচনা না করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে। জলজ পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ মাছের বংশ-বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে হবে। ২. স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত দেশি প্রজাতির ছোট মাছ পুকুরে মজুদ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩. কোনো অবস্থায়ই পুকুর বা জলাশয় সম্পূর্ণ সেচে দিয়ে সব মাছ ধরা যাবে না। ৪. ছোট মাছের প্রজনন মৌসুমে (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস) পুকুরে ছোট ফাঁসের জালটানা থেকে বিরত থাকতে হবে। ৫. প্রাকৃতিক জলাশয়ে পানি সেচে মাছ ধরা যাবে না। ৬. ছোট মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। ৭. মৌসুমি জলাভূমির কিছু অংশ খনন করে প্রজনক্ষম মাছ সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে বর্ষাকালে এ সব মাছ ডিম নিঃসরণের সুযোগ পায়।

মলা-চেলা ও পুঁটি মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা:

পুকুর নির্বাচনে পুকুর বা জলাশয়টি বন্যামুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। পানির গভীরতা ১ থেকে ১.৫ মিটার হলেই উত্তম। জলাশয়ে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকা জরুরি। পুকুর প্রস্তুত ও পোনা মজুদের ক্ষেত্রে পুকুর পাড় মেরামত করে প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন ও ৪ থেকে ৫ কেজি গোবর প্রয়োগ করতে হবে। গোবর প্রয়োগের ৩ থেকে ৪ দিন পর প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাঙ্কটন উৎপাদন শুরু হলে পুকুরে ছোট মাছের পোনা ছাড়তে হবে। একক চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে প্রতি শতাংশে ৪০০ থেকে ৫০০টি মলা/চেলা/পুঁটি মাছের পোনা ছাড়া যেতে পারে। পোনা ছাড়ার পরবর্তী দিন হতে পুকুরে সংরক্ষিত পোনার ওজনের শতকরা ৫ থেকে ১০% হারে চালের কুঁড়া, গমের ভূসি ও সরিষার খৈল সম্পূরক খাবার হিসেবে পোনাকে সরবরাহ করতে হবে।

প্রাকৃতিক খাবার তথা প্লাঙ্কটন উৎপাদনের জন্য ৭ দিন পর পর প্রতি শতাংশে ৫ থেকে ৬ কেজি গোবর কিংবা ২ থেকে ৩ কেজি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। গ্রাম পর্যায়ে প্রায় প্রতিটি বাড়ির আশে পাশেই রয়েছে দু-একটি পতিত পুকুর কিংবা ডোবা। ক্ষুদ্রায়তনের এই পুকুরগুলো সামান্য সংস্কার করে দেশীয় ছোট মাছ চাষের মাধ্যমে অনায়াসে আয়ের পথ সুগম করা যেতে পারে। মাছ চাষ বেকার তরুণ সমাজের বাড়তি আয়ের উৎস হতে পারে।